# ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

জাতিসংঘ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ এবং ইউনেস্কোর সাথে পরামর্শক মর্যাদায় একটি বেসরকারী উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
ভাইস-চ্যান্সেলর অফিস
প্রাপ্তি সংখ্যা........৭৫........
তারিখ........৭/২/১৬........

নং-ঢাআমি/১০৩.৬.৩/২০১৫ তারিখ: ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

উপাচার্য
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা

বিষয় : "খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্বর্ণপদক-২০১৫" এর জন্য মনোনয়ন প্রদান

প্রিয় মহোদয়,

আস্সালামু আলাইকুম।

উপমহাদেশের বিশিষ্ট ছুফী সাধক, শিক্ষাবিদ, শিক্ষা সংস্কারক ও সমাজ হিতৈষী হযরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র:)'র (১৮৭৩-১৯৬৫) জীবনব্যাপী কর্ম সাধনা ও আদর্শ আজ দেশে-বিদেশে সমাজ জীবনে অনুকরণীয় পাথেয় হয়ে আছে। "স্রষ্টার এবাদত ও সৃষ্টের সেবা" এই মূলমন্ত্র নিয়ে সারাটি জীবন তিনি একদিকে মানবসেবা, অন্যদিকে আধ্যাত্মিক জীবনে নিজকে যেমন প্রজ্জ্বলিত করেছেন, তেমনি সে আলোয় আলোকিত করেছেন সমাজ ও উজ্জীবিত করেছেন মানুষের মানবিক গুণাবলী। মহান এ ছুফী সাধক ও সমাজ সংস্কারকের দ্যুতিময় কর্মজীবনের চিন্তা চেতনা ও জীবনাদর্শ তথা তাঁর সার্বিক চারিত্রিক গুণাবলী বর্তমান সমাজে অনুশীলন এবং সমকালীন কৃতী ব্যক্তিদের প্রতিভা ও কর্মের স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন তার প্রতিষ্ঠাতার স্মৃতিতে "খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্বর্ণপদক" প্রদান করে আসছে। এই পদক প্রতি বছর জাতীয় একজন ব্যক্তিত্বকে প্রদান করা হয়ে থাকে এবং এর মূল্যমান ২ (দুই) ভরি স্বর্ণপদক, একটি ক্রেস্ট ও ১(এক) লাখ টাকা।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্বর্ণপদক-২০১৫ এর জন্য আপনার কাছ থেকে মনোনয়ন প্রত্যাশা করছি। আশা করি, আপনার অত্যন্ত মূল্যবান সময়ের মধ্যে আপনি একটু কষ্ট স্বীকার করে আগামী ১৫ মার্চ ২০১৬ তারিখের মধ্যে আপনার সুচিন্তিত মনোনয়ন আমাদের কাছে পাঠাবেন। উল্লেখ্য, প্রস্তাবিত ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে যে অবদান রয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ মনোনয়ন বিবেচনা ও মূল্যায়নের জন্য খুবই জরুরি। তাই আপনার মনোনয়ন এতদসঙ্গে সংযুক্ত নির্ধারিত ছকে প্রেরণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি। আপনার সদয় অবগতির জন্য পদক মনোনয়ন সংক্রান্ত নীতিমালার সংশ্লিষ্ট অংশ এতদ্সঙ্গে যুক্ত করা হলো।

বিগত বছরসমূহে যাদের মনোনয়ন পাওয়া গেছে কিন্তু তারা এই স্বর্ণপদক পান নাই, তাদের মনোনয়ন পত্র ৩ বৎসর পর্যন্ত বিবেচিত হবে। এ কারণে তাদের জন্য নতুন করে বর্ণিত সময়ের মধ্যে পুনর্বার মনোনয়ন পাঠানোর প্রয়োজন হবে না।

ধন্যবাদান্তে,
আপনার বিশ্বস্ত,

কাজী রফিকুল আলম
প্রেসিডেন্ট

Registrar

মূলমন্ত্র ঃ
স্রষ্টার এবাদত ও
সৃষ্টের সেবা

প্রতিষ্ঠা ঃ ১৯৫৮

সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন এ্যাক্ট ১৮৬০-এর অধীনে রেজিস্ট্রিকৃত নং এস-৫৬৮২ (৭৯৯)/০৬

এনজিও এ্যাফেয়ার্স ব্যুরো রেজি ঃ নং-২৪৬/১৯৮৭

সমাজসেবা অধিদপ্তর রেজি ঃ নং-৩১৬/১৯৬৩

**আন্তর্জাতিক পুরস্কার ও সম্মাননা**

- ইউনেস্কো কনফুসিয়াস সাক্ষরতা পুরস্কার-২০১৩
- আইসেস্কো সাক্ষরতা পুরস্কার-২০১২
- পরিবেশ বিষয়ক প্রকল্পের জন্য এজিফান্ড আন্তর্জাতিক পুরস্কার-২০০৪
- ইউনেস্কো আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা পুরস্কার-২০০৩
- গ্লোবাল ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্ক এ্যাওয়ার্ড-২০০৩
- এসিসিইউ গ্র্যান্ড প্রাইজ-১৯৯৬
- ইউএন এসকাপ মানব সম্পদ উন্নয়ন পুরস্কার-১৯৯৪

**জাতীয় পুরস্কার**

- কাজী আজহার আলী স্বর্ণপদক-২০১৩
- তমুদ্দুন মজলিস শান্তিপদক-২০০৮
- ব্যাংকার্স ফোরাম পুরস্কার-২০০৭
- ডা. ইবরাহীম স্মারক স্বর্ণপদক-২০০৬
- ঢাকা নগর পদক-২০০৪
- স্বাধীনতা পুরস্কার বাংলাদেশ সরকার-২০০২
- জাতীয় সাক্ষরতা উপকরণ উন্নয়ন পুরস্কার-১৯৯৮

**প্রধান কার্যালয় ঃ** বাড়ী নং-১৯, সড়ক নং-১২, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯, বাংলাদেশ
**ফোন ঃ** (৮৮০-২) ৮১১৯৫২১-২, ৯১২৩৪০২, ৯১২৩৪২০, ৮১১৫৯০৯, **ফ্যাক্স ঃ** (৮৮০-২) ৮১৪৩৭০৬, ৯১৪৪০৩০
**ই-মেইল ঃ** dam.bgd@ahsaniamission.org.bd; dambgd@gmail.com
**ওয়েব ঃ** www.ahsaniamission.org.bd; **ফেসবুক ঃ** dam.bgd; **টুইটার ঃ** dambgd

## বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

নং সংস্থা/প-২৬/রে- ৫২০৮ (৪০) তারিখঃ ২৩/২/১৬

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অনুলিপি (সংলগ্নীসহ) ঃ-

১। ডীন, সকল অনুষদ, বাঃ প্রঃ বিঃ, ঢাকা।

# ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

## খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্বর্ণপদক

## নীতিমালা

### ভূমিকা

বিশিষ্ট ছুফী সাধক শিক্ষাবিদ, শিক্ষাসংস্কারক ও সমাজহিতৈষী খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) (১৮৭৩-১৯৬৫) সাতক্ষীরা জেলার কালিগঞ্জ উপজেলার নলতা গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রজীবনে উচ্চ শিক্ষা অর্জনের জন্য তাঁকে অমানবিক কষ্ট ও পরিশ্রম করতে হয়। তিনি ১৮৯৫ সালে অত্যন্ত প্রতিকূল পরিবেশে কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে দর্শনশাস্ত্রে এম.এ পাশ করেন। ১৮৯৬ সালে রাজশাহীতে শিক্ষক হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। পরে ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জের (বর্তমান বরিশাল) ডেপুটি ইন্সপেক্টর, রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলের হেডমাস্টার, চট্টগ্রামের ডিভিশনাল ইন্সপেক্টর এবং সর্বশেষে বঙ্গদেশের শিক্ষা বিভাগের সহকারী ডিরেক্টরের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯২৯ সালে তিনি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। অবিভক্ত বাংলার কর্মকর্তাদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ইন্ডিয়ান এডুকেশন সার্ভিসের (আই.ই.এস) অন্তর্ভুক্ত হন।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) অনগ্রসর মুসলমান সমাজের শিক্ষা বিস্ড়ারে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। তাঁর চেষ্টায় সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্ব বন্ধ করার লক্ষ্যে অনার্স ও এম.এ পরীক্ষার খাতায় পরীক্ষার্থীদের নাম লেখার পরিবর্তে রোল নম্বর লেখার নিয়ম চালু হয়। তিনি শিক্ষার মানের উন্নতি করে মাদ্রাসা থেকে পাশ করা ছাত্রদের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ সৃষ্টি করেন। তিনি বাঙালি মুসলমান সমাজকে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার জন্য বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করেন। তবে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অসাম্প্রদায়িক। তিনি পিছিয়ে পড়া মুসলমান লেখকদের রচিত গ্রন্থ প্রকাশ করার জন্য কলকাতায় মখদুমী লাইব্রেরী ও প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় মুসলমান ছাত্রদের জন্য রাজশাহীতে ফুলার হোস্টেল, কলকাতায় ইসলামিয়া কলেজ, বেকার হোস্টেল, টেলর হোস্টেল, কারমাইকেল হোস্টেল ও মোসলেম ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি বহু মক্তব, মাদ্রাসা, হাইস্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা করে তৎকালীন পিছিয়ে পড়া মুসলমান সমাজের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করেন। একই সঙ্গে মুসলমান ছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষার জন্য অনেক স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) তাঁর কর্মজীবনে পূর্ববঙ্গের শিক্ষাঙ্গনে প্রসার ও শিক্ষাকে অগ্রগামী করার লক্ষ্যে অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। বৃটিশ অবিভক্ত বাংলার শিক্ষা বিভাগের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা হিসেবে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনেট ও সিন্ডিকেটে পূর্ববঙ্গের একমাত্র মুসলমান সদস্য হিসেবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর দৃঢ়চিত্ত অবস্থান ও বলিষ্ঠ ভূমিকা পালনের কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পথে সকল প্রকার প্রতিবন্ধকতা দূর হয়।

"স্রষ্টার এবাদত ও সৃষ্টের সেবা" এই মূলমন্ত্র নিয়ে ১৯৩৫ সালে সাতক্ষীরা জেলার নলতায় আহ্ছানিয়া মিশন এবং ১৯৫৮ সালে ঢাকায় "ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন" প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তাঁর দর্শনকে তিনি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দান করেন। সাফল্যের ধারাবাহিকতায় এই প্রতিষ্ঠানের সামাজিক ও আত্মিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড আজ দেশে ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিস্তৃত ও স্বীকৃত। একজন ছুফী সাধক হিসেবে দেশব্যাপী তাঁর অগণিত ভক্ত রয়েছে।

মহান এ ছুফী সাধক ও সমাজ সংস্কারকের বিশাল কর্মময় জীবনের স্মৃতিরক্ষা, তাঁর জীবন ও কর্মের পরিচিতি এবং সমকালীন কৃতি ব্যক্তিত্বদের প্রতিভার স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে "খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্বর্ণপদক" প্রবর্তন করা হয়েছে।

৪

# আহ্ছানিয়া মিশন

## খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্বর্ণপদক প্রাপ্তির জন্য মনোনয়ন ছক

## (প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করা যাবে)

মনোনীত ব্যক্তির সম্প্রতি তোলা এক কপি ছবি

১। মনোনয়ন দাতার নাম : .....

পরিচয় ও ঠিকানা : .....

.....

ফোন নম্বর : ..... ই-মেইল : .....

২(ক) মনোনীত ব্যক্তির নাম : .....

ঠিকানা : .....

.....

ফোন নম্বর : ..... ই-মেইল : .....

(খ) মনোনয় ন প্রদানের ক্ষেত্রঃ .....

৩। মনোনীত ব্যক্তির জীবন-বৃত্তান্ত :

(ক) জন্মস্থান ও জন্ম তারিখ : ..... জাতীয়তা : .....

(খ) পিতার নাম : .....

(গ) মাতার নাম : .....

(ঘ) বৈবাহিক অবস্থা : ☐ একক ☐ বিবাহিত ☐ তালাকপ্রাপ্ত ☐ বিধবা/বিপত্নীক।

যদি বিবাহিত হন তবে স্বামী/স্ত্রীর নাম : .....

জাতীয়তা : ..... পেশা : .....

(ঙ) চাকরি বা পেশার বিবরণ :

.....

.....

---

বাংলাদেশে বসবাসকারী ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ অথবা জাতীয়তাভেদে যে কোনো জীবিত ব্যক্তি এ পদক পেতে পারবেন।

(চ) অন্য কোনো পদ/দায়িত্বে থাকলে তার বিবরণ :

(ছ) পূর্ববর্তী চাকরি বা পেশার বিবরণ :

(জ) শিক্ষাগত যোগ্যতা :

(ঝ) কোনো লেখা বা প্রকাশনা থাকলে তার বিবরণ :

(ঞ) ইতোপূর্বে কোনো পদক, পুরস্কার বা কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ কোনো সম্মাননা পেয়ে থাকলে তার বিবরণ :

৪। বর্তমান মনোনয়নের ক্ষেত্রে মনোনীত ব্যক্তির কাজের ধরন বর্ণনা বা অবদানের বিবরণ:

* বিগত ৫ বছরে মনোনীত ব্যক্তির কর্মকাণ্ড বিবেচনায় আসবে। তবে কর্মকাণ্ড খুবই উল্লেখযোগ্য হলে সেক্ষেত্রে ৫ বছর পূর্বের বিষয়টিও পদকের জন্য বিবেচিত হবে।

৫। মনোনীত ব্যক্তি সম্পর্কে মনোনয়ন দাতার ব্যক্তিগত ধারণা এবং তাঁর কাজ সম্পর্কে জাতীয় পর্যায়ের গুণীজনের ধারণা :

৬। যেসব কারণে পদক প্রাপ্তির জন্য মনোনয়ন দেয়া হয়েছে* :

মনোনয়ন দাতার স্বাক্ষর

তারিখ:

সংযুক্তির বিবরণ

১।

২।

৩।

---

* মনোনীত ব্যক্তির কর্মকাণ্ড, লক্ষ্য অর্জন, গুণাবলী বা মেধাসম্পন্ন কোনো কর্মকাণ্ডই পদক প্রাপ্তির জন্য যথেষ্ট নয়, যতক্ষণ না উক্ত কাজটি সমাজ পরিবর্তনে নতুন নেতৃত্ব/কর্মকাণ্ড সৃষ্টির ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হয়।

শুধুমাত্র যার কাছ থেকে মনোনয়ন চাওয়া হবে তৎকর্তৃক প্রেরিত মনোনয়নগুলো বিবেচিত হবে। মনোনয়নের সাথে মনোনীত প্রার্থীর স্বপক্ষে যাবতীয় কাগজপত্র (পত্র-পত্রিকার কাটিংসহ) সংযুক্ত করতে হবে, যাতে অর্থপূর্ণ মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়।

মনোনয়নের গোপনীয়তা বজায় রাখতে হবে।